গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.gsb.gov.bd

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/২৪ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	এস. এম. মঈন উদ্দীন আহম্মেদ মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	১২:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি. মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা সংশোধনী প্রস্তাব আছে কিনা তা জানতে চান। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) গত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) কে নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখার শাখা প্রধান হিসাবে উল্লেখ করায় তা সংশোধন এবং কার্যবিবরণীর ৩.৪ এ মহাপরিচালক মহোদয়ের সহযোগিতার পরিবর্তে নির্দেশনা কামনা করেন মর্মে সংশোধন করার প্রস্তাব করেন। আর কোন মতামত বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বর্ণিত সংশোধনীসহ সর্বসম্মতিতে গত ২৩/১২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি. মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখা প্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৩/১২/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা			
অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখা			

৩.১।	অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখার শাখা প্রধান জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গভীরতায় গত বছরে সম্পাদিত খনন কূপ জিডিএইচ-৭৮ এ প্রাপ্ত ফলাফল ইতোমধ্যে মহাপরিচালক মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে। এ কূপ হতে ভূ-পার্থিক দলের কিছু ফাইন্ডিংস রয়েছে। জিএসবির ভূ-পার্থিক দলের সাথে একত্রে বসে ঐ ফাইন্ডিংসগুলোর সাথে ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তসমূহ বিবেচনায় সে আলোকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে একটি কূপ খননের লক্ষ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের নিমিত্ত অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন গেজেটভূক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের পাথরের মজুদ, উত্তোলনের সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে ০৪ টি দল বহিংগনে কাজ করছে। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার কোয়ারিসমূহের উপর পরিচালিত কার্ক্রমের উপর ডিসেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জমা প্রদান হবে মর্মে জানান। মহাপরিচালক মহোদয় বহিরংগনের কাজে প্রতিনিধি মনোনয়ন কিভাবে নির্ধারণ করা হয় সে সম্পর্কে জানতে চান। জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, যখন কোন চাহিদা আসে এবং সেটা মহাপরিচালক মহোদয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বা অপারেশন ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করেন তখন চাহিত কর্মসূচীর ধরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখার শাখা প্রধান কর্তৃক কর্মসূচীটি সম্পাদনের জন্য এক বা একাধিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করে কর্মসূচীটি পরিচালনা করা হয়। জনাব মো: কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখা প্রধান, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা বলেন, জিএসবিতে সাধারণত ০২ ধরণের কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। এপিএভূক্ত জিএসবির বিভিন্ন শাখার নিজস্ব বার্ষিক কর্মসূচী যা সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বহিরংগন দলের সমন্বয়ে সম্পাদন করা হয় এবং অপরটি ইএমআরডিসহ বিভিন্ন সংস্থার চাহিদার ভিত্তিতে বিশেষ বহিরংগন কর্মসূচী হিসাবে সংশ্লিষ্ট শাখার বা এক বা একাধিক শাখার কর্মকর্তাগনের সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। মহাপরিচালক বার্ষিক কোন পরিকল্পনা থাকে কিনা তা জানতে চান। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, বিভিন্ন শাখার নিজস্ব প্রস্তাবিত বার্ষিক বহিরংগন কর্মসূচীসমূহের মধ্যে কোন কোন কর্মসূচী পরিচালিত হবে তা একটি কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মহাপরিচালক মহোদয় বহিরংগন কর্মসূচীসমূহের প্রতিবেদন দাখিল এবং তা উপস্থাপন হয় কী না এ বিষয়ে জানতে চান। জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, প্রতি বছরই জিএসবি-এর বিভিন্ন শাখা হতে বহিরংগন দলগলো বহিরংগনে গমন করে সেখানে বিভিন্ন ধরণের সার্ভে করে ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত এবং বিভিন্ন ধরনের নমুনা সংগ্রহ করে। বহিরংগন পরবর্তীতে বহিরংগনে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এবং উক্ত নমুনা বিভিন্ন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জমা প্রদান করেন।	ক) কূপ খননের লক্ষ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খ) সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার পাথর কোয়ারিসমূহের প্রাথমিক প্রতিবেদন ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. মাসের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখা এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।	
স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তত্ত্ব শাখা				

৩.২।	পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় শাখা বলেন, স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তত্ত্ব শাখার ১ টি দল চট্টগ্রামের উপকূলীয় অংশে সামুদ্রিক দূষণের উপর কাজ করবে, উনাদের বহিরংগনের প্রস্তুতি শেষ করেছে। এ সপ্তাহে দলটি রওনা হবে। জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখা প্রধান, স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তত্ত্ব শাখা বলেন, বহিরংগন দলটি তৈরি আছে, লজিস্টিক সাপোর্ট প্রাপ্তি নিশ্চিত হলেই দলটি বহিরংগনের উদ্দেশ্যে সদর দপ্তর ত্যাগ করবে। পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় শাখা বলেন, সবকিছু প্রস্তুত আছে, ২/১ দিনের মধ্যেই দলটি বহিরংগনে রওনা দিতে পারবেন।	ক) যথাসময়ে বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তত্ত্ব শাখা শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।
নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখা			
৩.৩।	পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় শাখা বলেন, নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখা পূর্ববর্তী বছরে পরিচালিত কর্মসূচী এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখা কাজ করবেন বিধায় এ বছর এ শাখা হতে কোন বহিরংগন কর্মসূচী রাখা হয়নি। নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব), বলেন গত অর্থ বছরে কুমিল্লা শহর ও আশেপাশের এলাকায় পরিচালিত ৩৮টি বোরহোলের প্রাপ্ত স্যাম্পলের এ্যানালাইসিস ও ক্যালকুলেশন প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ড্যাটাবেজে আপডেট করা হচ্ছে। এ সপ্তাহেই শেষ হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজিক্যাল এবং সাইসমিক হ্যাজার্ড ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে। আশা করা যায় জানুয়ারি, ২০২৫ এ প্রতিবেদন জমা দেয়া যাবে।	ক) বহিরংগন কাজের প্রতিবেদন সম্পন্ন করতে হবে।	নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
পরিবেশ ভূতত্ত্ব প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট শাখা			
৩.৪।	পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় শাখা বলেন, পরিবেশ ভূতত্ত্ব প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট শাখার যশোরের ভবদহ এলাকায় একটি বহিরংগন কর্মসূচী রয়েছে। এর বাইরে আর্লিওয়ার্নিং সিস্টেম বিষয়ে এনজিআই এর সাথে যোগাযোগের বিষয়ে গত সমন্বয় সভায় বলা হয়েছিল। পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট শাখার শাখা প্রধান জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ই-মেইল এবং হোয়াটসএ্যাপে এনজিআই এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। বিন নম্বর এবং কিছু কাগজপত্র ইমেইলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা জানুয়ারি ২০২৫ এর ২য় বা ৩য় সপ্তাহে আসবেন বলে জানিয়েছেন। তারা এসে ০২ টি আর্লিওয়ার্নিং সিস্টেম স্থাপন করবে বাকী ০২ টা জিএসবির জনবল অনলাইনে তাদের সহযোগিতায় স্থাপন করবে। এ কারণে এ শাখার নির্ধারিত বহিরংগন কর্মসূচীটি হয়তো ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শুরু করতে হবে।	ক) আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম স্থাপন বিষয়ে এনজিআই-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাগত রাখতে হবে।	পরিবেশ ভূতত্ত্ব প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট শাখা।
দূর অনুধাবন ও জিআই এস শাখা			
৩.৫।	দূর অনুধাবন ও জিআই এস শাখার শাখা প্রধান বলেন, তার শাখার একটি দল বহিরংগনে গমনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদন করছে। তিনি আরো বলেন, গত বছরে পরিচালিত বহিরংগন কর্মসূচীর প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।	যথাসময়ে বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	দূর অনুধাবন ও জিআই এস শাখা
ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও কোয়ার্টারনারি ভূতত্ত্ব শাখা			
৩.৬।	পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় শাখা বলেন, ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখা হতে ০১ টি দল আগামী ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ সিলেট জেলার জৈন্তাপুরে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন কাজে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।	যথাসময়ে বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখা
উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা			

৩.৭।	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখার শাখা প্রধান জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় মানচিত্রায়নের কাজ পরিচালনার জন্য এ শাখা ০১ টি দল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। তিনি যথা সময়ে কার্যক্রম শুরু করা যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	যথাসময়ে বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা
ভূ-রসায়ন ও পানি সম্পদ শাখা			
৩.৮।	ভূ-রসায়ন ও পানি সম্পদ শাখার শাখা প্রধান জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তার শাখা হতে ০১ টি দল বহিরংগনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া একই সাথে বিগত বহিরংগন কর্মসূচীর ডাটা বিশ্লেষণ ও এনালাইসিস করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।	যথাসময়ে বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	ভূ-রসায়ন ও পানি সম্পদ শাখা
শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা শাখা			
৩.৯।	শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা শাখার শাখা প্রধান জনাব মোঃ নুরুল হক, উপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তার শাখা হতে ০১ টি দল ইতোমধ্যে সিলেটের গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরে নমুনা সংগ্রহের লক্ষ্যে বহিরংগনের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করে ১৯ ডিসেম্বর, ২৪ খ্রি. দলটি সদর দপ্তরে যোগদান করেছে। বহিরংগনে ১৫০ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। অতি সত্বর ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণের কাজ শুরু করা হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।	পরিকল্পনা অনুযায়ী বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা শাখা
অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ শাখা			
৩.১০।	অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ শাখার শাখা প্রধান ও পরিচালক (ভূ-পদার্থ) খন্দকার আবুল হাসান মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন, নওগাঁ জেলার পোরসা সাপাহার এলাকায় অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ পরিচালনার জন্য তার শাখার ০১ টি দল আজই বহিরংগনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। দলটি আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ২৫০ বর্গ কি. এলাকায় আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ পরিচালনা করবে। জরিপ শেষে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।	পরিকল্পনা অনুযায়ী বহিরংগন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ শাখা
ভূপদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ, লগিং ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ শাখা			
৩.১১।	পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় শাখা বলেন, ভূপদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ, লগিং ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ শাখা হতে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পেশ করার বিষয়টি গত সমন্বয় সভায় আলোচনা করা হয়েছিল। এ শাখার শাখা প্রধান ড. সুলতানা নাছরিন নূরী, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, ভূপদার্থিক ১টি দল আজ বহিরঙ্গানে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে এবং অন্য ১টা টিম পাথর কোয়ারিসমূহের মজুদ নির্ণয়ে সিলেটে কাজ করছে। নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকগণ নোয়ামির একটি ট্রেনিং এ চট্টগ্রামে অবস্থান করছে। পাথর কোয়ারিতে নিযুক্ত টিমটি ২৫ তারিখে ফিরে আসলে প্রশিক্ষণের প্রস্তাবটি প্রস্তুত করে পরিচালক, প্রকাশণা ও প্রশিক্ষণ বরাবর প্রেরণ করা হবে। বোরহোল নং জিডিএইছ ৭৮ এ পরিচালিত লগিং রিপোর্ট ব্যতীত সকল বহিরংগন কর্মসূচীর রিপোর্ট সম্পন্ন করে জমা প্রদান করা হয়েছে।	ভূপদার্থ বিষয়ক প্রশিক্ষনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	ভূপদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ, লগিং ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ শাখা
ভূকম্পন ও ভূ-বৈদ্যুতিক জরিপ শাখা			

৩.১২।	জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ভূকম্পন ও ভূ-বৈদ্যুতিক জরিপ শাখার কোন প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে এপিএতে অন্তর্ভূক্ত ছিল না। গত অক্টোবরে বহিরঙ্গন কর্মসূচি যাচাই-বাছাই কমিটি একটি প্রস্তাবনা অন্তর্ভূক্ত করেছে। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী এপ্রিল/মে মাসে খনন কাজ শেষ হবার পরে গাড়ীসহ অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাহরঙ্গাণ কাজটি সম্পন্ন করা হবে। তিনি জানাব এ শাখার শাখা প্রধান বহিরংগনে অবস্থান করছেন বিধায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।	মে ২০২৫-এ বহিরঙ্গণে কাজের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	ভূকম্পন ও ভূ-বৈদ্যুতিক জরিপ শাখা
বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখা			
৩.১৩।	বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখা হতে একটি দল বহিরঙ্গন কাজ শেষ করে গত মাসেই সদর দপ্তরে যোগদান করেছে। এ শাখার শাখা প্রধান, জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, পরিচালক (রসায়ন) বলেন নমুনা বাছাই করে বিশ্লেষণ এর কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, গত অর্থবছরের বহিরঙ্গন প্রতিবেদন ২০২৪ সালের মার্চ মাসে জমা দেয়া হয়েছে।	যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করতে হবে।	বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখা
খনন শাখা			
৩.১৪।	খনন শাখার শাখা প্রধান জনাব মো: মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) বলেন, দ্রুত খনন স্থান নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ স্থান নির্ধারণের সাথে সংযোগ রাস্তা স্থাপনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের প্রয়োজন হয়। তাই সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোর প্রতি তিনি দ্রুত স্থান নির্ধারণের বিষয়ে অনুরোধ করেন।	খনন শুরুর পূর্বেই যথাযথ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	খনন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।
প্রশাসনিক আলোচনা			
৪.১।	পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সচল গাড়ি না থাকায় গাড়ি ভাড়াকরণের জন্য প্রস্তাবনা ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, গাড়ী ক্রয়ের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল সে প্রস্তাবে বিষয়ে মন্ত্রনালয় হতে কিছু চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ তথ্যাদি প্রেরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় আস্বস্ত হলে গাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।	গাড়ি ভাড়া প্রস্তাবনা অগ্রগতি মনিটর করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
৪.২।	পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন চলমান ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮১ জন কর্মচারীর নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে সুপারিশ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা অচিরেই মহাপরিচালক মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হবে। সভাপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দ্রুত নিয়োগপত্র ইস্যু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	ক) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির চলমান ৮১ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খ) শূন্য পদ সমূহে নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা			
৫.১।	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত দুজন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের এর জন্য বিপিআই এ প্রেরণ করা হয়েছে। মাত্র ২ জন কর্মকর্তা কেন সভাপতি জানতে চাইলে জনাব মোঃ কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সর্বশেষ পাঁচজন নতুন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। দুইজন বর্তমানে বহিরঙ্গানে এবং একজন অচিরেই বহিরঙ্গানে যাবেন বলে শুধু দুজনকে ট্রেনিং প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি পরবর্তীতে ব্যাচ প্রেরণের সময় এ তিনজনকে অগ্রাধিকার দিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় উল্লেখ করেন যে, প্রকিউরমেন্ট এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা ছিল। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের একটা ডাটাবেজ প্রস্তুত করে পর্যায়ক্রমের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য ইন হাউস প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখা প্রধান, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা বলেন, পিপিআর এবং আইবাসের উপর একটি প্রশিক্ষণের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় সময় দিলেই তা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি এ প্রশিক্ষণটি জানুয়ারিতে আয়োজনের কথা বলেন। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) আরও বলেন, অন্যান্য প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। সভাপতির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, কর্মচারীদের পরবর্তী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ শীঘ্রই সিলেটে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। জনাব আরিফ মাহমুদ উল্লেখ করেন যে, কর্মকর্তাদের নিয়ে সিলেটে জেলায় একটি ভূতাত্বিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করার পরিকল্পপনা রয়েছে এবং তিনি এ কার্যক্রমে মহাপরিচালক মহোদয়কে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক সময় অনুযায়ী অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।	**ক) নবীন কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) প্রকিউরমেন্ট এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।** গ) প্রশিক্ষণ ডাটাবেইজ প্রস্তুত করে পর্যায়ক্রমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনহাউজ এবং বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। ঘ) কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ভূতাত্বিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা
প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনা			

৬.১।	পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় Geo-Information for the Implementatin of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে বলেন, জনাব আসমা হক, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-কে নতুন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। জনাব আসমা হক, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তিনি ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, প্রকল্প বিষয়ক প্রয়োজনীয় কমিটি গঠনের খসড়া প্রস্তুত করে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করছেন। তিনি বলেন, ১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা জিওবি খাতে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে এবং এ টাকা গাড়ি ভাড়া, সম্মানী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয় করা যাবে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পে বিজ্ঞাপন এবং অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বাবদ কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। সেটা রাখা উচিত ছিল মর্মে সভাপতি বলেন এবং তিনি প্রকল্পটি অনুমোদনের পর কোন সংশোধন না হয়ে থাকলে বিষয়টি সংশোধন করে নিতে হবে বলে জানান। 'Enhancement and Strengthening of Drilling Capability of Geological Survey of Bangladesh' শীর্ষক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের বিষয়ে জানাব মোঃ মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) বলেন, অনুষ্ঠিত কর্মশালার মতামত অনুযায়ী প্রকল্পের সংশোধনের কাজ চলছে এবং সংশোধন করে খুব দ্রুতই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা জানুয়ারি মাসের শুরুতেই পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। 'জিএসবি'র ভূমিকম্প অবকাঠামো সক্ষমতা অর্জন' বিষয়ক প্রকল্পটি সভাপতি পুনরায় প্রেরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) পরিকল্পনা অনুযায়ী GICU প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। খ) খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ) জিএসবি'র ভূমিকম্প অবকাঠামো সক্ষমতা অর্জন বিষয়ক প্রকল্পটি পুনরায় প্রেরণ করতে হবে।	GICU প্রকল্পের টীম, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটি ও শাখাসমূহ।
৬.২।	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় জিওলজিক্যাল হেরিটেউজের বিষয়ে জনাব মো: মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, চলমান পূর্ত কাজের একটি প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছ। বিদ্যুতের লাইন টানানো হয়েছে কিন্তু এখনো সংযোগ দেয়া হয়নি। এছাড়া বাউন্ডারি লাইনগুলোতে বৈদ্যুতিক বাতি ও ক্যামেরা স্থাপন এবং মাটি ভরাটের কাজ চলছে। পিডব্লিউডির দায়িত্ব প্রাপ্ত এসও জানিয়েছে যে, সম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে আরও মাস দুয়েক সময় লাগতে পারে।	সিলেটের গোয়াইনঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য চলমান পূর্তকাজ নিয়তমিত মনিটর করতে হবে।	জিওহেরিটেজ সংশ্লিষ্ট কমিটি।

৬.৩।	কুড়িগ্রাম জেলায় বালু গবেষণা কেন্দ্র ও বালু প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবি হতে একটি দল ০২ বার এলাকাটি সরেজমিন পরিদর্শন করে ০২ টি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করেছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বালু গবেষণা কেন্দ্র ও বালু প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনকে প্রেরণ করা হয়েছে। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে বলেছে। সংশ্লিষ্ট শাখার পরিচালক সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা ত্যাগ করায় এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়।	বালু গবেষণা কেন্দ্র ও বালু প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ডিপিপি প্রস্তুত করে দাখিল করতে হবে।	অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব শাখা
বিবিধ আলোচনা			
৭.	সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের পাথরের মজুদ ও বিস্তৃতি নির্ণয় সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচির বিষয়ে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ কাজটির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে যেখানে তিনি একজন সদস্য। তিনি বলেন, কমিটিকে যেন কাজটি যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের সুযোগ দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, কমিটির দুটি সভা সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি এই সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা জানতে চান। জনাব মোঃ নুরুল হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সংগ্রহন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই এগুলো মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হবে। সভাপতি জানতে চান দুই মাস আগে কার্যক্রম শুরু হলেও এখনও কেন প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। সভাপতি কমিটির সদস্যদেরকে সভা করতে বলেন এবং সভায় দ্রুত বহিরংগন পরিদর্শনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, পুরো কমিটি বা ছোট ছোট দল করে পরিদর্শনে যাবে এবং এই পরিদর্শন দল যে প্রতিবেদন দাখিল করবে তা নিয়ে পুনরায় কমিটির সভায় আলোচনা হবে। সভাপতি সঠিকভাবে কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ডি-নথির ব্যবহার বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় শাখা বলেন, ১ম কোয়ার্টারে প্রস্তৃতকৃত শতভাগ ডি-নথিতে নিষ্পন্নযোগ্য নথির তালিকা অনুযায়ী ২য় কোয়ার্টার ও ষান্মাসিক এ জিএসবির ডি-নথিতে নিষ্পন্নযোগ্য নথির কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।	ক) মনিটরিং কমিটিকে চলমান বহিরংগন কাজ পরিদর্শন করতে হবে। খ) পাথর কোয়ারী সংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। গ) প্রস্তৃতকৃত তালিকা অনুযায়ী ডি-নথিতে নিষ্পন্নযোগ্য নথির কার্যক্রম নিষ্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।	সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের পাথরের মজুদ, বিস্তৃতি নির্ণয় সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ কমিটি অপারেশন ও সমন্বয় শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।

৭. সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধ্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৯-০১-২০২৫
এস. এম. মঈন উদ্দীন আহম্মেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

তারিখ: ৫ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
২। জিএসবির শাখা প্রধানগণ।
৩। প্রকল্প পরিচালক (GICU), মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।
৪। উর্ধ্বতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , হিসাব উপশাখা , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।
৫। অফিস সহকারি-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

১৯-০১-২০২৫
মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)